৪ বছরের চুক্তিতে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিচ্ছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো ডি পল

সংগৃহীত ছবি

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা রদ্রিগো ডি পল চার বছরের চুক্তিতে স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ছেড়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামিতে। ১৫ মিলিয়ন ইউরোর ট্রান্সফার ফিতে এই চুক্তি সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। মেসির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও জাতীয় দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মিডফিল্ডারকে আনার মাধ্যমে ক্লাবটি নিজেদের মাঝমাঠকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। যদিও তার বর্তমান চুক্তি ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত বৈধ, তবে আলোচনা চূড়ান্ত হলে এক বছর আগেই স্পেন ছাড়বেন

বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো ডি পল ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব ফুটবল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (MLS) পা রাখতে চলেছেন। স্প্যানিশ জায়ান্ট অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ থেকে চার বছরের চুক্তিতে তিনি যোগ দিচ্ছেন ইন্টার মায়ামিতে, যেখানে বর্তমানে খেলছেন তার জাতীয় দলের সতীর্থ ও বিশ্বজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

চুক্তির আর্থিক দিক থেকে জানা গেছে, ট্রান্সফার ফি হিসেবে ১৫ মিলিয়ন ইউরো গুনতে হচ্ছে ইন্টার মায়ামিকে। আলোচনার প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে দুই ক্লাবের মধ্যে সমঝোতা। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও আসতে পারে যেকোনো সময়।

ইন্টার মায়ামি সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাব বিশ্বকাপ এবং মেজর লিগ সকারে মাঝমাঠের দুর্বলতায় ভুগেছে। সেই ঘাটতি পূরণে ডি পলের আগমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। মেসির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মাঠে নিরলস পরিশ্রমী হিসেবে পরিচিত এই তারকাকে ইতিমধ্যেই 'মেসির বডিগার্ড' হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন সমর্থকদের মাঝে।

ডি পল ২০২১ সালে ইতালির উদিনেসে থেকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে দলটির অপরিহার্য খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। ক্লাব ক্যারিয়ারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার অর্জন ঈর্ষণীয়। ২০২১ ও ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা এবং ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জয়ে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন তিনি।

তবে তার বর্তমান চুক্তি ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত অ্যাটলেটিকোর সঙ্গে কার্যকর রয়েছে। এক্ষেত্রে, দুই ক্লাবের সমঝোতা চূড়ান্ত হলে সময়ের আগেই মাদ্রিদ ছাড়তে চলেছেন এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার।

ফুটবলবিশ্বে ইতোমধ্যেই এই স্থানান্তর নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। বিশেষ করে মেসিকে ঘিরে গড়ে ওঠা 'আর্জেন্টাইন লবি'তে আরও একজন বিশ্বজয়ী সঙ্গী যুক্ত হতে চলেছেন, যেটা ইন্টার মায়ামির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বড় ইতিবাচক সঙ্কেত